(৪) জনপালন কৃত্যক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ধারা (Trends in the Recruitment through the Civil Service Examination) : ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত জনপালন কৃত্যক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে *গড় হিসাবে প্রতি বছর প্রায় আড়াই লাখ প্রার্থী প্রাথমিক পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করে। তবে প্রকৃতপক্ষে এর পঞ্চাশ শতাংশ প্রাথমিক পরীক্ষা দেয়।* অন্য দিকে এই কালপর্বে গড় হিসাবে প্রায় দশ হাজার প্রার্থী মূল পরীক্ষা দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে গড় হিসাবে ৮৫০ প্রার্থী প্রতি বছর সফল হতে পেরেছে। তবে *১৯৯৮ সালের পরীক্ষা থেকে এই ছবি অনেকটাই বদলে গেছে।* কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের চাকরির বয়স দু'বছর বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে ১৯৯৮ সালের পরীক্ষায় খালি চাকরির সংখ্যা অনেক কমে যাওয়ায় অনধিক এক হাজার প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের পরীক্ষায় ডাকা হয় এবং *অনধিক পাঁচশ প্রার্থী সফল বলে ঘোষিত হন। ১৯৯৯ সালের পরীক্ষাতেও একই জিনিস ঘটে,* অর্থাৎ, *সফল প্রার্থীর সংখ্যা থাকে পাঁচশ-র নিচে।* ২০০০ সালের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে জানানো হয় যে খালি পদের সংখ্যা মাত্র চারশ।

পরীক্ষার্থীর গড় সংখ্যা

সফল প্রার্থীর সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস

দ্বিতীয় উল্লেখ্য বিষয় এই যে, *পঞ্চাশ শতাংশ পদ সংরক্ষিত হওয়ার ফলে সাধারণ প্রার্থীরা এখন সফল-তালিকায় উঁচু স্থান পেয়েও আগের মতো আই.এ.এস-এ নিয়োগ পান না।* তাঁদের অনেককেই কেন্দ্রীয় কৃত্যকের কোনও পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সংরক্ষণের ফল

তৃতীয়ত, জনপালন কৃত্যক পরীক্ষার দরজা টেকনিক্যাল ডিগ্রিধারীদের সামনে খুলে দেওয়ার ফলে এই *টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরা এখন খুব ভাল ফল করছেন।* প্রতি বছরই এখন টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের বেশ কয়েকজন সফল-তালিকার একেবারে ওপরে স্থান করে নেন।

টেকনিক্যাল প্রার্থীদের সাফল্য

কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে জাতীয় অর্থনীতির উদারনীতিকরণ (Liberalisation of Economy) এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে গত দুই দশকে ভারতীয় প্রশাসনের লক্ষ্য ও কাজের পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অতীতে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণমূলক। কিন্তু ইদানীং জাতীয় অর্থনীতিতে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে হলে *প্রশাসনকে এখন নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা ছেড়ে পরিকাঠামো (infrastructure) নির্মাণে পরিষেবা দিতে হবে এবং সমাজের সহায়ক শক্তি হিসাবে নতুন ভূমিকা নিতে হবে। অন্যদিকে প্রযুক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশাসনের কাজকর্মের ধারাতেও বড় রকমের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।*

প্রশাসনের পরিবর্তিত ভূমিকা

কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এই সব কাম্য পরিবর্তনের তাগিদে প্রশাসনে পরিবর্তন এনে তাকে নতুন ভূমিকার জন্য যোগ্য করে তোলা দরকার এবং এজন্য প্রশাসনিক পদে নিয়োগের

পদ্ধতিতেও পরিবর্তন প্রয়োজন, যাতে যোগ্য ব্যক্তিদের সহজে বাছাই করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্প্রতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যোগিন্দর কে. আলগের নেতৃত্বে নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির মূল কাজ হল কেন্দ্রের জনপালন কৃত্যকে নিয়োগের জন্য আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উপযুক্ত পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্পর্কে সুপারিশ করা। এছাড়া এই পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনও বিষয় বিবেচনা করে তার ওপর সুপারিশ করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে এই কমিটিকে। আশা করা যায়, আলগ কমিটির রিপোর্ট তৈরি হলে তাতে দেওয়া সুপারিশের ভিত্তিতে আগামী দিনে কেন্দ্রের জনপালন কৃত্যকে নিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বড় রকমের পরিবর্তন করা হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষায় পরিবর্তনে সুপারিশ করার জন্য আলগ কমিটি নিয়োগ

❑ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ কেন্দ্রের জনপালন কৃত্যকের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ (Training of the Officers of Union Civil Service) ঃ

(ক) আই.এ.এস-এ উত্তীর্ণদের প্রশিক্ষণ ঃ কেন্দ্রের জনপালন কৃত্যক পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার পর যে সব প্রার্থীর নাম সফল-তালিকার একেবারে ওপরের দিকে থাকে তাঁরা আই.এ.এস ক্যাডারের অর্ন্তভুক্ত হন। সদ্য পাশ করা এই সব প্রার্থীরা শিক্ষানবিশ বা probationer হিসাবে পরিচিত হন। পরীক্ষায় পাশ করার পর কর্মক্ষেত্রে যাতে এঁরা সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য পালন করতে পারেন তার জন্য এঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ (Training) দেওয়া হয়।

এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় দু'টি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাকে বলা হয় **পদাভিষেক প্রশিক্ষণ (Induction Training)**। এরপর কর্মরত অবস্থায় একজন আই.এ.এস অফিসারকে মাঝে-মধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একে বলে **কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ (In-service Training)**। পদাভিষেক প্রশিক্ষণের তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে দেওয়া হয় **ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (Foundational Training)**, দ্বিতীয় ধাপে **প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত প্রশিক্ষণ (Institutional Training)** এবং তৃতীয় ধাপে **জেলা বা কার্যক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ (District or Field Training)** দেওয়া হয়।

পদাভিষেক প্রশিক্ষণ ও তার তিনটি ধাপ

আই.এ.এস শিক্ষানবিশদের ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কেন্দ্রের কর্মিকুল মন্ত্রক (Ministry of Personnel)-এর অধীনস্থ ও ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসৌরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যা এখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামে পরিচিত। ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় মুসৌরির অ্যাকাডেমিতে আই.এ.এস শিক্ষানবিশদের সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কৃত্যকের শিক্ষানবিশরাও যোগ দেন। ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সময় সমস্ত শিক্ষানবিশদের বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ভারতীয় সংবিধানের নানা দিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের কাজকর্ম ও নিয়মাবলী, জনপ্রশাসন, সমাজ পরিবর্তন, সামাজিক নীতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি সম্পর্কিত খুঁটিনাটি, পরিচালন ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থার নানা দিক, অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ভারতীয় অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদি এবং জ্ঞাপন (communication) সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও কম্পিউটার

ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ধরন ও কালসীমা

সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ দেওয়া হয়। এ ছাড়া শরীরচর্চা, খেলাধূলা, নিরস্ত্র লড়াই, ঘোড়ায় চড়া এবং সাঁতার ইত্যাদিও ভিত্তিগত প্রশিক্ষণের অঙ্গ। আবার *ভিত্তিগত প্রশিক্ষণ চলাকালীনই শিক্ষানবিশকে একটি গ্রাম পরিদর্শন করে সে সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত সহ একটি রিপোর্ট পেশ করতে হয়। ভিত্তিগত প্রশিক্ষণের শেষে পাঁচটি পত্রের একটি পরীক্ষা দিতে হয়* এবং এই পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর জনপালন কৃত্যক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হয়। অতঃপর তারই ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কৃত্যকে শিক্ষানবিশের ক্রম (rank) চূড়ান্তভাবে স্থির করা হয়। *ভিত্তিগত প্রশিক্ষণ চলে ষোল সপ্তাহ ধরে।* এই প্রশিক্ষণ শেষ হলে অন্যান্য কৃত্যকের শিক্ষানবিশরা তাঁদের নিজ নিজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিরে যান, মুসৌরির জাতীয় অ্যাকাডেমিতে শুধু থাকেন আই.এ.এস শিক্ষানবিশরা। এবার শুরু হয় তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ।

এই প্রশিক্ষণে আই.এ.এস শিক্ষানবিশদের তাঁদের পেশাসংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান ও তথ্য বিতরণের মাধ্যমে তাঁদের আসন্ন পেশার জন্য তৈরি করা হয়। ১৯৬৯ সালের আগে একটানা এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। কিন্তু প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (Administrative Reforms Commission)-এর সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৯ *সাল থেকে এই প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণকে 'স্যান্ডউইচ কোর্স' হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।* এর অর্থ হল এই যে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এখন দু'ভাগে বিভক্ত। *প্রথম পাঁচ মাস অ্যাকাডেমিতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর এখন একজন আই.এ.এস শিক্ষানবিশকে তাঁকে যে রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে সেই রাজ্যে জেলা স্তরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি ৫৩ সপ্তাহ ধরে একজন জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে থেকে কাজকর্ম শেখেন। অতঃপর তিনি আবার ফিরে আসেন অ্যাকাডেমিতে এবং সেখানে তিন মাস ধরে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেন।* এই পর্বে নানা ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে শিক্ষানবিশ জেলা স্তরের প্রশিক্ষণে যে সব সমস্যা ও বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন সেগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। *এই পর্ব শেষ হলে আই.এ.এস শিক্ষানবিশকে আবার একটি লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়* এবং আগের পরীক্ষার মতো এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরও তাঁর জনপালন কৃত্যক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হয় তাঁর চূড়ান্ত ক্রম স্থির করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর কৃত্যকে তাঁকে পাকাপাকিভাবে বহাল (confirm) করা হয় এবং যে রাজ্যের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা হয়েছে সেই রাজ্যে গিয়ে উপযুক্ত নিয়োগপত্র নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ আই.এ.এস আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। *১৯৮০ সাল থেকে এই কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণে খুবই জোর দেওয়া হচ্ছে।* কেন্দ্রের কর্মিকুল মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। *এই প্রশিক্ষণ শুরু হয় সপ্তাহব্যাপী একটি রিফ্রেশার কোর্স দিয়ে।* এই রিফ্রেশার কোর্সে শুধু তরুণ আই.এ.এস আধিকারিকরাই যোগ দেন না, যোগ দেন প্রধান অফিসাররাও যাতে পারস্পরিক ভাব ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তরুণ আই.এ.এস আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে। এই রিফ্রেশার কোর্সে শক্তি (energy), পরিবেশ, শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, শিল্পনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ

রিফ্রেশার কোর্স দিয়ে শুরু

পরবর্তীকালে এই কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় চাকরির তিন ধাপে। প্রথম ধাপে ছয় থেকে নয় বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আই.এ.এস আধিকারিকদের একটি তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে কার্যক্ষেত্রে কর্মসূচি রূপায়ণ, পরিবেশ বিশ্লেষণ এবং প্রকল্প পরিচালনার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ধাপে দশ থেকে ষোল বছর ধরে কর্মরত আই.এ.এস-দের আধুনিক পরিচালন তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি দপ্তর ও সরকারি উদ্যোগের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তৃতীয় ধাপে সতেরো থেকে কুড়ি বছর ধরে কর্মরত আই.এ.এস আধিকারিকদের নীতি পরিকল্পনা ও নীতি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণের তিন ধাপ

আই.এ.এস আধিকারিকদের এই কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট আছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল নতুন দিল্লির ইন্ডিয়ান **ইন্সটিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন**, হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট এবং হায়দ্রাবাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অব ইন্ডিয়া। কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে আই.এ.এস আধিকারিকদের মাঝে মাঝে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যোগ দেওয়ার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়।

(খ) আই.পি.এস শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ ঃ আই.এ.এস শিক্ষানবিশদের মতো আই.পি.এস শিক্ষানবিশদেরও অভিষেক প্রশিক্ষণ ও কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং এঁদের ক্ষেত্রেও অভিষেক প্রশিক্ষণ—ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং জেলা বা কার্যক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ—এই তিনভাগে বিভক্ত।

আই.পি.এস-দের ভিত্তিগত প্রশিক্ষণ মুসৌরির অ্যাকাডেমিতে আই.এ.এস শিক্ষানবিশদের সঙ্গে একই পাঠক্রমের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ভিত্তিগত প্রশিক্ষণের পরে ৯৬ সপ্তাহের 'স্যান্ডউইচ কোর্সের' ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অর্থাৎ, প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, তারপর জেলা স্তরের কার্যক্ষেত্রিক প্রশিক্ষণ এবং তারপর আবার প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় হায়দ্রাবাদের **সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতীয় পুলিশ অ্যাকাডেমিতে**। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে পুলিশি কাজকর্ম সম্পর্কিত আধুনিক ধারণা, পুলিশ সংগঠন ও প্রশাসন, অপরাধ সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব ও ভারতীয় আইন, অপরাধ নির্ধারণ ও নিবারণের পদ্ধতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার যাবতীয় দিক, ফরেনসিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এছাড়া ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং নৈতিক আচরণ ও নৈতিক বোধের ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে শরীরচর্চা, অস্ত্রচালনা, সাঁতার, মোটরগাড়ি চালনা ইত্যাদির দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এরপর তাঁরা অস্ত্রচালনায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের জন্য ইন্দোরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সেন্ট্রাল স্কুল ফর ওয়েপন্‌স অ্যান্ড ট্যাকটিক্স নামক প্রতিষ্ঠানে যান এবং স্বল্পকালের জন্য পাঞ্জাব পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কোনও একটি ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করেন। এরপর তাঁরা যে যে রাজ্যের ক্যাডারের জন্য বরাদ্দ হয়েছেন সেই সেই রাজ্যে জেলাস্তরের ৩৪ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ নিতে চলে যান। জেলাস্তরে বিভিন্ন পুলিশ কর্তৃপক্ষের

ভিত্তিগত প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক

অধীনে কাজ করে তাঁরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতঃপর জাতীয় পুলিশ অ্যাকাডেমিতে ফিরে এসে তাঁরা ১২ সপ্তাহ ধরে দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ নেন।

আই.পি.এস আধিকারিকদের চাকরির বিভিন্ন ধাপে কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যে সব কেন্দ্রে এই কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুসৌরির অ্যাকাডেমি, হায়দ্রাবাদের পুলিশ অ্যাকাডেমি, নাগপুরের সিভিল ডিফেন্স কলেজ, নাগপুরের চিফ ডিরেক্টোরেট অব এক্সপ্লোসিভ্স, মাউন্ট আবুর ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাকাডেমি, নয়াদিল্লির ইন্সটিটিউট অব ক্রিমিনলজি অ্যান্ড ফরেনসিক সায়েন্স, ইত্যাদি। সাধারণত স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী রিফ্রেশার কোর্সের মাধ্যমে এই কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া ষান্মাসিক সেমিনারও আয়োজিত হয়। অন্যদিকে বিশেষীকৃত (specialised) প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আই.পি.এস আধিকারিকদের মাঝে মাঝে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ব্রিটেন, সুইডেন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশেও পাঠানো হয়।

কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ

(গ) **কেন্দ্রীয় কৃত্যকের শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ ঃ** কেন্দ্রীয় কৃত্যকের শিক্ষানবিশদের ভিত্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মূলত **নাগপুরের ইন্সটিটিউট অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস** এবং **বরোদার রেলওয়ে স্টাফ কলেজে**। ভিত্তিগত প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য তাঁরা নিজেদের কৃত্যক অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যান। এই সব কেন্দ্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নয়াদিল্লির **কাস্টম্স অ্যাণ্ড সেন্ট্রাল এক্সাইজ ট্রেনিং স্কুল**, সিমলার **ইন্ডিয়ান অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস্ স্টাফ ট্রেনিং কলেজ**, নাগপুরের **ইন্সটিটিউট অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস**, বরোদার **রেলওয়ে স্টাফ কলেজ**, ইত্যাদি। এই সব কেন্দ্রে কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক কালে এই কৃত্যককালীন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

ভিত্তিগত প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র